Personality
Dr. Subhas Chandra Nandi

ব্যক্তিসত্তা

মর্টন প্রিন্স বলেছেন ''ব্যক্তিসত্তা হল ব্যক্তির অর্জিত এবং সহজাত সকল রকম জৈবিক প্রবণতা এবং আকাঙ্খার সমষ্টি।''

আলপোর্ট বলেছেন ''পরিবর্তনশীল সক্রিয় জৈব মানসিক সত্তার যে সমন্বয় ব্যক্তির অভিযোজনমূলক আচরণ তার নিজস্বতা প্রকাশে সহায়তা করে তাই হল ব্যক্তিসত্তা।''Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determined his unique adjustments to his environment.

গ্যারেট বলেছেন ''ব্যক্তিত্ব্য হল আচরনের বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি। তার মতে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যে বিশেষ ধরনের রীতিতে প্রতিক্রিয়া করে তার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব্য প্রকাশিত হয়।''

উড্ওয়ার্থ বলেছেন ''ব্যক্তিত্ব্য হল আচরণের সামগ্রিক প্রবনতা।''

ব্যক্তিত্ব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিত্ব্যের বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. **পরিবর্তনীয় সক্রিয় সমন্বয় :** ব্যক্তি যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে অনন্ত সম্ভবনা ও বিচিত্র শক্তি এবং সেই সম্ভবনা ও শক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ব্যক্তির দৈহিক ও **মানসিক সংগঠন আছে।** জন্মের পর থেকেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি ব্যক্তির উপর ক্রিয়া করে, এর ফলে ব্যক্তির অর্ন্তনিহিত শক্তি ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পরিবেশের শক্তির মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া যুক্ত হয় তার থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব্য বিকাশ লাভ করে, কাজেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে উপযোজনের জন্য ব্যক্তির কার্যাবলি তা ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ।

২. **মানসিক বৈশিষ্ট্য :** ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের এই উপযোজনের পিছনে আছে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা, বাসনা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবনতা।

৩. **দৈহিক বৈশিষ্ট্য :** আবার মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব্য দেহ ও মনের জীবন্ত ঐক্য। মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সুসামঞ্জস্য রূপে লাভ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্র একটা সংহতি একটা সুসামঞ্জস্য সংগঠন।

৪. **আত্মসচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রন :** যে আত্ম সচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে সমর্থ হন তিনিই ব্যক্তি। সুতরাং আত্ম সচেতনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

৫. **ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়।** ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও জাতিধর্মিক। পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সংহতি সাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয় আসলে ব্যক্তিত্ব্য হল পরিবর্তনশীল সদা বিকাশমান এবং গতিধর্মিক।

৬. **ব্যক্তিত্বের সাময়িক স্থায়িত্ব :**ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব্য বুঝে নেওয়া যায়। প্রতিটি ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি এবং এই হিসাবে সে অদ্বিতীয় অন্য কারোর সঙ্গে তার তুলনা করা হয় না।

৭. **সমাজ ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল:** সর্বশেষে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব্য আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি সামজিক উপাদান ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে। এই কারনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব্য সমাজের উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তিত্ব্যের উপাদান :

ব্যক্তিত্ব্যকে খন্ড খন্ড ভাবে ব্যক্ষা করা যায় না। ব্যক্তিত্ব্য বলতে ব্যক্তি মানুষের জাবতীয় গুনাগুন ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি সব কিছুকে নিয়ে সমগ্র ব্যক্তিটিকে বোঝায়। বিচ্ছিন্নভাবে, আংশিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সঠিক সরূপে অনুধাবন করা অসম্ভব। বস্তুত ব্যক্তিত্ব্য হল একটি সমগ্রিক ধারনা তাছাড়াও ব্যক্তিত্ব্যের সংজ্ঞা ও বিশেষভাবে জটিল সভাবতই ব্যক্তিত্ব্যকে বিচ্ছিন্নভাবে খন্ড খন্ড করে বিশ্লেষন করা যায় না। এই কারনে বিশেষ কোন উপাদান বা সূত্রের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায় না।

ব্যক্তিত্ব্য হল ব্যক্তি মানুষের আত্ম সচেতনতা বা অহংভাবের এক বিশেষ অভিব্যক্তি, স্বভাবত প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মধ্যে বর্তমান থাকে একটা স্বাতন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম সচেতনতা বা অহংবোধকে কেন্দ্র করেই এক বিশেষ ধরনের মানসিক চিন্তা চেতনা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এই সবের

সামগ্রিক অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তিত্ত্বের মধ্যে সুতরাং ব্যক্তিত্ত্বের মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা কেন্দ্র বিন্দু হল আত্মসচেতনতা বা অহংবোধের আবার এই অহং বোধের সঙ্গে ওতোপ্রত ভাবে জড়িত থাকে ব্যক্তি মানুষের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক উপাদান সমূহ।

উপর উক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব নির্ধারনকারী মূখ্য উপাদান সমূহকে সাধারণত তিনটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যা হল **১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. সামাজিক।**

শারীরিক উপাদান : যে কোন স্বাভাবিক মানুষ হল জৈব্য সামাজিক জীব। স্বভাবতই ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্বের গঠন ও বিকশের ক্ষেত্রে জৈব্য সামাজিক উপাদানের গুরত্ব অনিস্বীকার্য। ব্যক্তিত্ত্বের প্রকার ও প্রকৃতি বহুলাংশে শারীরিক গঠন কাঠামো ও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কাজ কর্মের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব তার দৈহিক গঠন ও শারীরিক কার্যাবলির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল আদিম মানব প্রজাতির প্রজাতি হিসাবে ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে একথা অস্বীকার করা যায় না বস্তুত ব্যক্তিত্ত্বের জৈব্য বা আঙ্গিক বৃত্তির গুরত্ব অনিস্বীকার্য। আদিম মানব প্রজাতির শারীরিক অবয়ব ও কার্যাবলীর ক্ষেত্র রচনা করেছে একটি স্থায়ি রূপরেখা। তবে এর পিছনে ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের অবদান অনস্বীকার্য। জীন এবং ক্রোমজোমের মাধ্যমে শারীর বৃত্তের এই ধারা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয় পুরুষানুক্রমে। ব্যক্তিত্ত্বের জীব তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন গল স্টেন এই সমাজ বিজ্ঞানির অভিমত অনুসারে শারীরিক গঠন হল ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্বের একটি মৌল উপাদান বিশেষ।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া : মানুষ মাত্রেই হল একটি আঙ্গিক বা জৈব্য সংগঠন বিশেষ। এই কারণে সকল মানুষ ই শারীরবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কতকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রেষণা, প্রবণতা প্রভৃতি জন্ম গ্রহন করে থাকে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সামান্য তম দেহজ অভিজ্ঞতার পরিপেক্ষিতে কোন উদ্দীপক বা প্ররোচক পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষের শারীরবৃত্তের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াকেই বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

ব্যক্তিত্ত্ব ব্যাঞ্জক চেহারা ঃ ব্যক্তিত্ত্ব গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বংশধারায় লব্ধ বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তিত্ত্ব পূর্ণ মর্যাদা লাভের সহায়ক উপাদান হিসাবে শারীরিক গঠন কাঠামো রূপে লাবন্য, শক্তি ও স্বাস্থ্য সামগ্রিক সৌন্দর্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে আবার লিঙ্গ ও বয়সের পার্থক্য এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। কুৎসিত চেহারার মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব প্রতিকুলতার পরিচায়ক। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের উচ্চতা শরীরের গঠন শক্তি সামর্থ চেহারার আকর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ত্বের গঠন ও বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বংশধারা গত গুনাবলী ঃ ব্যক্তিত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বংশধারাগত বা জন্মসূত্রে লব্ধ ব্যক্তির বুদ্ধি বৃত্তির অধিকার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুত ব্যক্তিত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্য সমূহের গুরুত্বকে অস্বীকার বা অবহেলা করা অসম্ভব। ব্যক্তি মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিরই ফল হল চিন্তা, শিক্ষা, স্মৃতি প্রভৃতি। এই সমস্ত উপাদানের বা বৈশিষ্ট্যেরদ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব সুসংহত হয়।

ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ত্ব ঃ ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিরা দীর্ঘ রোগ ভোগের ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্থ ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়েন। তার পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করতে ব্যর্থ হন। তারা সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেন, এবং অভিপ্রেত ভূমিকা পালন করেন। আবার রক্তে শর্করার ভারসাম্য হীনতা জনিত রোগাগ্রস্থ মানুষের মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আবার যারা বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্যের অসক্তিতে আক্রান্ত তারও অধিকাংশ সময় ঘোরের মধ্যে থাকেন। সুতরাং অসুস্থ দেহ ও মনের মানুষ সাধারন ও স্বাভাবিক ও ভারসাম্য যুক্ত ব্যক্তিত্ত্বের অধিকারী হয় না।

জৈব্য প্রয়োজন তাগিদ ও ব্যক্তিত্ত্ব ঃ সমাজের সকল ব্যক্তির জীবনজুড়ে বিভিন্ন জৈব্য প্রয়োজন অপরিহার্য ভাবে বর্তমান থাকে। এই সমস্ত জৈব্য প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা প্রায় অসম্ভব। স্বভাবতই ব্যক্তি মানুষের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, প্রভৃতি নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট জৈব্য প্রয়োজনের প্ররোচক প্রতিক্রিয়ার পরিপেক্ষিতে। ব্যক্তি মানুষের আচার ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ত্ব বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় এই সমস্ত স্বাভাবিক শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৈন্য, শারীরিক নিরাপত্তা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মানুষ কতকগুলি দৈহিক চাহিদার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

মানসিক উপাদান

মনস্তাত্ত্বিক উপাদান ও ব্যক্তিত্ত্ব ঃ ব্যক্তিত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান সমূহই হল মৌল এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি মানুষের আচার ব্যবহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়াস, প্রবনতা, প্রেরণা প্রভৃতি ব্যক্তিত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ ব্যখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনঃস্তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ একান্তভাবে অপরিহার্য। বস্তুত ব্যক্তিত্ত্ব হল মূলত একটি মনঃস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞা। ব্যক্তিত্ত্বের প্রকৃতি ব্যক্তি মানুষের মানসিক গঠনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের মধ্যেই মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। কোন ব্যক্তি মানসিক দুর্বলতা সম্পন্ন হলে সে কখনই দৃঢ় ব্যক্তিত্ত্বের অধিকারী হতে পারে না।

ব্যক্তিত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু বলতে এক ধরনের অহংবোধ/অহং ভাবকে বোঝায়। এই অহং ভাল হল এক মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। বস্তুত পক্ষে ব্যক্তিত্ত্ব হল এক মানসিকতা। এই মানসিকতা গড়ে ওঠে অহং বোধকে কেন্দ্র করে। সমাজস্থ ব্যক্তি বর্গের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক আচরনের প্রতীক হল তাদের মনোভাব, মতামত, অনুভব, অভিপ্রায়, কার্যধারা প্রভৃতি। সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব হল একধারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং অপর পক্ষে সামাজিকীকরণ এই দুইকে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্বের সঠিক সরূপ নিহিত থাকে তার মানসিক বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে। ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার চিন্তা-চেতনা মনোভাব, মূল্যবোধ অভিপ্রায়,অভিযোগ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী জুং এর অভিমত বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য তার অভিমত অনুসারে এক মনঃস্তাত্ত্বিক শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ন পরিনতির অভিমুখে চিরন্তন প্রেরণা জোগায়।

সামাজিক উপাদান ঃ ব্যক্তি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ত্ব জুড়ে বিরাজ করে তার সামজিক পরিচিতি। ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব সমাজিক পরিবেশের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্ত্ব গড়ে ওঠে একমাত্র সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই পারস্পরিক মিথঃস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুর প্রকৃতদত্ত সুপ্ত গুনাবলীর সীমার মধ্যেই সামাজিক পরিবেশের সক্রিয় অবদান অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকশ সাধিত হয় সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই। সামজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য, কৃষ্টি-ভাবধারা প্রভৃতির সঙ্গে আবাসস্থল, পরিবার, বিদ্যায়তন, খেলার মাঠ, সামাজিক সংস্কৃতি, সঙ্ঘ সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

সমাজস্থ ব্যক্তি বর্গের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান সমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিক উপাদান বলতে সমাজের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি, শিক্ষা সংস্কৃতি রীতি নীতি আচার আচরণ জীবনধারা প্রভৃতিকে বোঝায়। সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূমিকার গুরত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্মসূত্রেই শিশুর মধ্যে অর্ন্তরনিহিত অবস্থায় বর্তমান থাকে।

বিচিত্র শক্তি ও অজানা অনন্ত সম্ভবনা এই সমস্ত সুপ্ত শক্তি বা গুনাবলীর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের মাধ্যমে। এই কারনে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যে সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করে তা ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্ত্বেরই অন্যতম অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বৃহত্তর সামাজিক পরিমন্ডলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ত্ব গঠিত হয় আবার দুঃক্রিয়তা যুক্ত সামাজিক পরিবেশ প্রতিকুল প্রভাব ব্যক্তিত্ত্বের সুষম বিকাশ ব্যাহত হতে পারে।

ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষণ বা সংলক্ষণ

ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষন বা সংলক্ষণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন কতগুলি গুন বা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে আমরা একটি ব্যক্তিসত্ত্বাকে অন্য ব্যক্তিত্ত্ব থেকে পৃথক করি যেমন পরিশ্রমশীল, বিষ্ণনতা, প্রফুল্ল্যতা, উদার প্রকৃতি।

ব্যক্তির মানস প্রকৃতি ও আচরণ নির্দেশক যে কোন স্বাভাবিক কাজকে ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষণ বা সংলক্ষণ বলা হয়। কোন ব্যক্তিকে মানসিক দিক থেকে মার্জিত রুচি সম্পন্ন বলা যায়। আবার আচরণের দিক থেকে সৎ বলা যায়। উভয় ধর্মই ব্যক্তির স্থায়ী গুন হবে তবেই তার ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষণ গঠন করবে।

সুতরাং যে গুনাবলী অধিকারী হ ওয়ার জন্য ব্যক্তি আপর ব্যক্তি থেকে নিজেকে ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে। বা যে গুনাবলী তার ব্যক্তিত্ত্বের উপর সামগ্রিক বা একটি চিত্র প্রদানে সাহায্য করে সেই গুনাবলীকেই ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষণ বা সংলক্ষণ বলা যায়। এই গুনাবলী প্রকাশের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ত্বের রূপ নির্নয় করা সহজ হয়। এবং পরিবেশের সঙ্গে তার অভিযোজন কেমন হবে তাও নির্নয় করা সম্ভব হয়। কারন এই গুনাবলীর সাহায্যে ব্যক্তি তার আচরণ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

আলফোর্ড প্রদত্ত ব্যক্তিত্ত্বের প্রলক্ষণ বা সংলক্ষণ গুলি হল

১. বুদ্ধি
২. গতিয়তা
৩. আয়ান বা মানসিক প্রকৃতি

৪. আত্ম প্রকাশ
৫. সামাজিকতা

মনোবিদ গিলর্ফোড ১৩ টি প্রলক্ষণ বা সংলক্ষণের কথা বলেছেন
সামাজিক অর্ন্তমুখিতা, চিন্তা মূলক অর্ন্তমুখিতা, বিষ্ণতা, অস্থির চিত্রতা, চিন্তা হীনতা, সাধারণ সক্রিয়তা, প্রাধান্য বশ্যতা, পৌরুষ নারীত্ব, হীনতা, স্নায়ুদুর্বলতা, বিষয়মুখীতা, সহযোগিতা, অমায়িকতা।